গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Website: www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ ১১.০০ টায় অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ১ম সভার রেকর্ড নোটস:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন যে, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২ খ্রিঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়। তিনি বলেন, গণমানুষের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার চর্চা অন্যন্ত জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত শুদ্ধাচারও জরুরি। এক্ষেত্রে অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে সভা করে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, এ ধরণের সভার মূল উদ্দেশ্য হলো অংশীজনের বক্তব্য শ্রবণ এবং তৎপ্রেক্ষিতে সেবা সহজীকরণ। সম্প্রতি অংশীজনদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স/নারকোটিক্স ড্রাগস এর বার্ষিক কোটা পুন:নির্ধারণের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি গোডাউনের ধারণ ক্ষমতা, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ ও চাহিদার যৌক্তিকতার আলোকে বার্ষিক কোটা পুন:নির্ধারণ করে থাকে।

অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) উপস্থিত অংশীজনকে স্ব স্ব পরিচয় ব্যক্ত করে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। অত:পর নিম্নরূপভাবে আলোচনা/পর্যালোচনা করা হয় :

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
১.	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও কল্যাণ সংস্থা (এসপিকেএস) প্রতিনিধি বলেন, লোকসংগীত/নাটক/নাটিকার মাধ্যমে আমরা অবৈধ মাদকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকি। মাঠ পর্যায়ে এ ধরণের কাজ করতে গিয়ে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে তিনি অধিদপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, এ বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় বরাবর আবেদনসহ প্রস্তাব পাঠালে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
২.	এরিস্টোফার্মা প্রতিনিধি বলেন, প্রিকারসর কেমিক্যালস্/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানির পূর্বানুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দিয়ে আবেদন করা হয়। পূর্বানুমতির আবেদন যাচাই-বাছাই বা তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে অনেক সময় লাইসেন্স নবায়ন ও আমদানীর পূর্বানুমতির সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে পুনরায় হালনাগাদ কাগজপত্র চাওয়া হয়-যেগুলো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও হালনাগাদ কাগজপত্র পেতে বিলম্ব হয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ কাগজপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় অনুমোদন দেয়া যায়-কিনা তা বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে আবেদন দাখিল করতে হবে। উপপরিচালক, ঢাকা মেট্রো: (দক্ষিণ) বলেন, ড্রাগ রুলস অনুযায়ী কোন লাইসেন্সী যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়নের আবেদন করে থাকলে তা নবায়ন হিসেবে গণ্য হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিস্ফোরক অধিদপ্তর হতে মিথানল ও আইসোপ্রোফাইল আমদানির পূর্বানুমতি দিয়ে থাকে। কোন আইন বা বিধি মতে বিস্ফোরক অধিদপ্তর এ ধরণের পূর্বানুমতি প্রদান করে থাকেন সে বিষয়ে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সাথে কথা বলা যেতে পারে। পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা) বলেন, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে নিয়ে আন্ত:বিভাগীয় সভা করা যেতে পারে। পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) মহোদয় বলেন, আন্ত:বিভাগীয় সভা করার পূর্বে এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মপন্থা নির্ধারণের নিমিত্ত সভা করা যেতে পারে।
৩.	হোটেল গ্র্যান্ড গ্যালাক্সী প্রতিনিধি বলেন, আমরা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত। এ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক আমরা যে কোন তথ্য দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে কখনো কখনো অন্যান্য সংস্থা হতে মৌখিকভাবে বিভিন্ন তথ্য চেয়ে থাকে। ফলে আমাদেরকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এ বিষয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, বিষয়টি নিয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হবে।

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
৪.	আইকন কেয়ার লি: মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি বলেন, সম্প্রতি আমি এ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স পেয়েছি। অধিদপ্তরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আবাসিক এলাকায় বিশেষ করে ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকায় নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনার নিমিত্ত সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তিতে বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাংক একাউন্ট করতেও ট্রেড লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে জোড়ালো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, এ বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, সেখান থেকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠক করা যায় কি-না মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হবে। এ বিষয়ে উপপরিচালক, ঢাকা মেট্রো: (দক্ষিণ) বলেন, ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়ে বিধিমালায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।
৫.	আইকন কেয়ার লি: মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি আরো বলেন, সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্রের অনুকূলে সরকারের চলমান অনুদানের বিষয়ে তিনি প্রসংশা করেন। তিনি বলেন নতুন অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্রের অনুকূলে যদি এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তবে মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবায় এসব প্রতিষ্ঠান আরো উৎসাহিত হবে।	এ বিষয়ে পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুদান পেতে হলে নুন্যতম ০৩ বছর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। তবে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করতে কোন সমস্যা নেই।
৬.	সেন্টার ফর রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রতিনিধি বলেন, অধিদপ্তরের অনেক কার্যালয়েই কর্মকর্তা নেই। একই কর্মকর্তা একের অধিক কার্যালয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে অনেক সময় সেবা পেতে বিলম্ব হয়।	এ বিষয়ে পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, সুদূর পঞ্চগড় থেকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং খুব দ্রুতই কর্মকর্তা নিয়োগ/পদায়ন করা হবে।
৭.	কুমুদিনী ফার্মা লি: প্রতিনিধি বলেন, ঔষধ তৈরির কাঁচামাল সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানী/পূর্বানুমতির আবেদন প্রথমে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে হয়। পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় আসে। প্রক্রিয়াটি আরো সহজতর করা যায় কি-না সে বিষয়ে তিনি অনুরোধ জানান।	এ বিষয়ে পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, এ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী আপাতত: ধাপ কমানোর সুযোগ নেই। এ বিষয়ে ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক এবং উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) বলেন, সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানী/পূর্বানুমতির ধাপ কমানোর সুযোগ নেই, তবে সময় সাশ্রয় করার বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় কি-না বিবেচনা করা যেতে পারে। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সভাপতিরে অনুমতিক্রমে উপস্থিত ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক এবং ঢাকা মেট্রো: কার্যালয় (উত্তর/দক্ষিণ) এর উপপরিচালকগণের উদ্দেশ্যে বলেন, কোন লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বা মদ্য জাতীয় পানীয় বা মাদকদ্রব্য জাতীয় কাঁচামালের আমদানী/পূর্বানুমতির তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু হালনাগাদ কাগজপত্রাদি না থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ে সুপারিশসহ প্রেরণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে হালনাগাদ না থাকা উক্ত কাগজপত্র পুনরায় প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এতে সময়ের অপচয় ঘটে এবং যথাসময়ে সেবা প্রার্থীকে সেবা প্রদান করা যায়না। এক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত চেকলিস্ট অনুযায়ী হালনাগাদ সকল কাগজপত্রাদিসহ তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

উপস্থিত অংশীজনের উদ্দেশ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা, উপসচিব (কারা-২ শাখা) বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবহিতকরণ সভা আয়োজনের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স ঘোষনা বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে সীমান্ত জেলায় মাদকের অবৈধ প্রবেশ রোধকল্পে তথা এ অধিদপ্তরের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সীমান্ত জেলাগুলোতে জনবল বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তিনি অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স/নারকোটিক্স ড্রাগস আমদানীকারকগনের উদ্দেশ্যে অপব্যাবহার রোধের আহবান জানান।

পরিচালক (অপারেশন্স ও গোয়েন্দা) বলেন, প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স/নারকোটিক্স ড্রাগস যেমন জীবনরক্ষাকারী তেমনি জীবন হানিকরও বটে। অসাধু প্রকৃতির লোকের মাধ্যমে যাতে এসব কেমিক্যালের অপব্যাবহার না হয় অধিদপ্তরের স্বল্প জনবলের মাধ্যমে তা যাচাই-বাছাই করতে কোন কোন ক্ষেত্রে সময় অপচয় হচ্ছে। তবে জনবল স্বল্পতা সত্ত্বেও অধিদপ্তর সর্বদাই দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকে।

ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য।

দীপজয় ঘীসা
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

(মোঃ মাসুদ হোসেন)
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)

মোঃ আজিজুল ইসলাম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা
মহাপরিচালক